

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ

২১-সূরা আল্ আশ্বিয়া

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১১৩ আয়াত এবং ৭ রুকু আছে ।

১৭৮ পাতা

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। মানুষের জন্য তাহাদের হিসাব-নিকাশের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে, তথাপি তাহারা অবহেলার সহিত মূখ ফিরাইয়া লইতেছে ।

إِن قَرَّبَ لِلثَّانِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ②

৩। তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যে কোন নূতন সন্মারক-বাণীই আসে, তাহারা একদিকে উহা শুনে, অপরদিকে উহার সহিত ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে ।

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَعْبُثُونَ ③

৪। তাহাদের অন্তর আমাদে-প্রমোদে বিভোর । এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে, তাহারা গোপনে পরামর্শ করিয়া বেড়াইয়া (এবং বলে) 'এ যে তোমাদেরই মত একজন মানুষ বাতীত কিছু নহে, তবুও কি তোমরা দেখিয়া শুনিয়া তাহার যাদুমন্ত্রের কবলে পড়িবে ?'

لَا وَهِيَ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَٰذَا هَٰذَا الْأَبَشْرُ قُلْ أَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنْتُمْ مُبْصِرُونَ ④

৫। সে (রসূল) বলিল, 'আমার প্রভু সকল কথাই জানেন উহা আকাশে (বলা) হউক বা পৃথিবীতে (বলা) হউক । এবং তিনিই সর্বপ্রোতা, সর্বজানী ।'

قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑤

৬। (তাহাই নহে) বরং তাহারা বলিয়াছে, 'ইহা (কুরআন) কেবল এনোমেনো স্বপ্ন, বরং সে নিজে এই সব কথা রচনা করিয়া লইয়াছে, বরং সে একজন কবি ।' অতএব সে যেন আমাদের নিকট কোন নিদর্শন লইয়া আসে যেরূপে পূর্ববর্তী-দিগকে (রসূলগণকে) নিদর্শন সহ পাঠানো হইয়াছিল ।'

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ⑥

৭। তাহাদের পূর্ব কোন জনপদ—যেগুলিকে আমরা ধ্বংস করিয়াছি—ঈমান আনে নাই, অতএব ইহারা কি কখনও ঈমান আনিবে ?

مَا أَمَتَ قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ فَهِيَ أَهْلُهَا أَفَمُتُونَ ⑦

৮। এবং আমরা তোমার পূর্বেও কেবল পুরুষগণকেই (রসূলরূপে) পাঠাইয়াছি, যাহাদের প্রতি আমরা ওহী করিতাম । সূতরাং যদি তোমরা না জানিয়া থাক তাহা হইলে আহলে

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ الْبُيُوتِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ⑧

কিতাবগণকে (পূর্ববর্তী প্রশ্ন-কিতাবের অনুগামী) জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।

৯। এবং আমরা সেই সব রসূল কে না এমন দেহ দিয়াছিলাম যে তাহারা আহার করিত না এবং না তাহারা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারী ছিল।

১০। অতঃপর আমরা তাহাদের সহিত যে ওহাদা করিয়াছিলাম উহা আমরা পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছিলাম; এবং আমরা তাহাদিগকে এবং যাহাদিগকে আমরা চাহিয়াছিলাম তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং সীমানাঘনকারীগণকে ধ্বংস করিয়াছিলাম।

১১। আমরা তোমাদের নিকট এমন এক কিতাব নাযন করিয়াছি যাহাতে তোমাদের জন্য উচ্চ মর্যাদার উপকরণ আছে; অতএব তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?

১২। এমন কত জনপদই না ছিল যাহারা যলুম করিয়া আসিতেছিল, আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করিয়াছি, এবং তাহাদের পরে অপরাপর কওমকে উখিত করিয়াছি।

১৩। অতঃপর যখন তাহারা আমাদের আযাব অনুভব করিল, তখন দেখ! সহসা তাহারা উহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দৌড়িতে লাগিল।

১৪। (আমরা বলিলাম) 'তোমরা দৌড়িও না, বরং তোমরা যে সূচ-সন্তোষে মত্ত ছিলে উহার দিকে এবং তোমাদের আবাসগৃহের দিকে ফিরিয়া যাও, যেন তোমাদিগকে (তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।'

১৫। তাহারা বলিল, 'হায় আমাদের জন্য পরিতাপ! বস্তুতঃ আমরাই যালেম ছিলাম।'

১৬। এইভাবে তাহাদের এই চিৎকার ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিল যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তাহাদিগকে এক কর্তিত শস্য ক্ষেত্র ও নির্বাপিত অগ্নি-সদৃশ করিয়া দিলাম।

১৭। এবং আমরা আকাশকে এবং পৃথিবীকে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে ঐ সকলকে ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।

১৮। যদি আমাদের আমোদ-প্রমোদ করার ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা আমাদের নিকট হইতেই উহার ব্যবস্থা

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا
كَانُوا خَالِدِينَ ①

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ
وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ②

۞ لَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُكْنًا مِنْهُ وَذَكَرْهُمْ أَفْلًا تَقُولُونَ ③

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَوْمٍ كَانَتْ ظِلْمُهُمْ وَأَنْشَاءُ
بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ④

فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ⑤

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ وَتَلْبِكُمْ
أَعْلَمُ تَسْأَلُونَ ⑥

قَالُوا يُونُسُ إِنَّهُ لَكُنَّا ظَالِمِينَ ⑦

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا
خَبِيرِينَ ⑧

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ⑨

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا لَآخِذًا لَهُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ

করিয়। লইতাম, যদি একাত্তই আমরা এইরূপ করিতে প্রয়াসী হইতাম ।

১৯ । বরং আমরা সত্যকে বাতিলের উপর ছুঁড়িয়া মারি, ফলে ইহা উহার মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলে, এবং দেখ! সহসা উহা বিলীন হইয়া যায় । এবং তোমরা (আল্লাহ্ সন্তোষ) যাহা কিছু বর্ণনা কর উহার কারণে পরিতাপ তোমাদের জন্য ।

২০ । এবং যাহারা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে তাহারা সকলই তাঁহার । এবং যাহারা তাঁহার সম্মুখানে আছে তাহারা তাঁহার ইবাদত করিতে অহংকার বশতঃ বিরত হয় না এবং কোন প্রকার ক্লান্তিও বোধ করে না ।

২১ । তাহারা দিবারাত্রি (তাঁহারই) তসবীহ করে এবং তাহারা কখনও অবসন্ন হয় না ।

২২ । তাহারা কি পৃথিবীর মধ্য হইতে এমন উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে যাহারা (মৃতকে) পুনরুত্থিত করে ?

২৩ । যদি (আকাশ ও পৃথিবী) এতদূরের মধ্যে আল্লাহ্ ছাড়া আরও মা'বুদ থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় উভয়েই বিনষ্ট হইয়া যাইত । সূতরাং আল্লাহ্, যিনি আরশের অধিপতি, উহা হইতে পবিত্র যাহা তাহারা বর্ণনা করে ।

২৪ । তিনি যাহা করেন সেই সম্বন্ধে তিনি জিজ্ঞাসিত হন না, কিন্তু তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে ।

২৫ । তাহারা কি তাহাকে ছাড়িয়া অন্য মা'বুদ গ্রহণ করিয়াছে ? তুমি বল, 'তোমরা নিজদের প্রমাণ উপস্থিত কর; ইহা (এই কুরআন) তাহাদের জন্যও মর্যাদার কারণ যাহারা আমার সত্ত্ব আছে এবং তাহাদের জন্যও মর্যাদার কারণ যাহারা আমার পূর্বে অতীত হইয়াছে ।' কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই সত্যকে চিনে না, ফলে তাহারা মুগ্ধ ফিরাইয়া লয় ?

২৬ । এবং আমরা তোমার পূর্বে যত রসূল পাঠাইয়াছি, আমরা তাহাদের প্রত্যেকের প্রতিই 'এই ওহী করিয়াছি, 'আমি বাতীত কোন মা'বুদ নাই; অতএব তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর ।'

২৭ । এবং তাহারা বলেন, 'রহমান আল্লাহ্ নিজের জন্য এক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন ।' তিনি পবিত্র, বরং তাহারা (যাহাদিগকে তাহারা পুত্র বলিতেছে) তাঁহার সম্মানিত বান্দা;

إِنْ كُنَّا فُؤْلَيْنِ ①

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ يَذْمَغُهُ فَاذَا
هُوَ رَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ②

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ
لَا يَشْكُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِبُونَ ③

يَسْتَحْسِبُونَ الْآيِلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ ④

أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ⑤

لَوْ كَانَتْ فِيهِمَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ
رَبِّ الْعَرْشِ عَنَّا يَصِفُونَ ⑥

لَا يَسْأَلُ عَنَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْشَلُونَ ⑦

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلَ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
هَذَا ذِكْرٌ مِمَّنْ ذُكِّرُوا وَلَمْ يَتُوبُوا فَاعْلَمُوا ⑧

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْنَا
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ⑨

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ بَلْ عِبَادٌ
مُكْرَمُونَ ⑩

২৮। তাহারা তাঁহার কথা বলার পূর্বে কোন কথা বলে না; তাহারা (কেবল) তাঁহারই হুকুম অনুযায়ী কাজ করে।

২৯। তিনি জানেন উহাও যাহা তাহাদের সম্মুখে আছে এবং উহাও যাহা তাহাদের পশ্চাতে আছে এবং তাহারা ঐ ব্যক্তি বাতীত, যাহার প্রতি তিনি সবুট, অন্য কাহারও জন্য স্পারিশ করে না; এবং তাহারা তাঁহার ভয়ে কম্পমান।

৩০। এবং তাহাদের মধ্য হইতে যে কেহ ইহা বলিবে, নিশ্চয় 'তিনি বাতীত আমি মা'বুদ,' তাহা হইলে আমরা এইরূপ ব্যক্তিকে প্রতিফল জাহান্নাম দান করিব। বস্তুতঃ যালেমদিগকে আমরা এইরূপ প্রতিফল দিয়া থাকি।

৩১। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা কি ইহা দেখে নাই যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবী উভয়েই সংবদ্ধ (পিড়াকার) ছিল; অতঃপর আমরা উভয়কে চিরিয়া ফাড়া পৃথক করিয়া দিলাম? এবং পানি হইতে আমরা প্রত্যেক জীবিত বস্তুর উদ্ভব করিলাম। তুবও কি তাহারা সন্মান আনিবে না?

৩২। এবং আমরা পৃথিবীতে দৃঢ় পর্বতমালা সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে ইহা তাহাদিগকে নষ্টিয়া কম্পমান না হয়, এবং আমরা ইহাতে প্রশস্ত রাস্তাসমূহ বানাইয়াছি, যাহাতে তাহারা সঠিক পথে পরিচালিত হইতে পারে।

৩৩। এবং আমরা আকাশকে সুরক্ষিত ছাদস্বরূপ করিয়াছি, তাহাপি তাহারা উহার নিদর্শনসমূহ হইতে মুখ ফিরাইয়া নয়।

৩৪। এবং তিনিই রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রত্যেকেই আকাশে (নিজ নিজ) কক্ষপথে সত্তরপন করিতেছে।

৩৫। এবং আমরা তোমার পূর্বে কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দিই নাই। অতঃপর যদি তুমি মরিয়া যাও তাহা হইলে তাহারা কি চিরকাল (এখানে) জীবিত থাকিবে?

৩৬। প্রত্যেক জীব মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে এবং আমরা তোমাদিগকে মন্দ ও ভাল অবস্থা দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিব। এবং পরিশেষে আমাদের দিকেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে।

لَا يَسْتَفْتُونَكَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ
إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ وَهُمْ قَدْ خَسِرُوا ﴿٢٩﴾

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلْيَنْجِرْهُ
جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٣٠﴾

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا
رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا
أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣١﴾

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ يَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا
فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣٢﴾

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ
آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٣﴾

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَالْأَنْعَامَ وَالشَّجَرِ
النَّعِيمَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَنْبَغُونَ ﴿٣٤﴾

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ
فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿٣٥﴾

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَ
الْغَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা যখন তোমাকে দেখে, তখন তাহারা তোমাকে কেবল হাসি-বিদ্রুপের পাত্ররূপে বানাইয়া লয় (এবং বলে) 'এই কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মা'ব্দদিগের (মন্দ বলিয়া) উল্লেখ করে?' অথচ তাহারা ইরহমান আল্লাহকে সম্মরণ করিতে অস্বীকার করে।

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَخُذُوا ذَلِكُمْ يُرَاوِدُوهُمْ
أَهْلًا الَّذِي يَنْكَرُ إِلَهُكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ التَّحْنِ
هُمْ كُفْرًا ۝

৩৮। মানুষকে স্বরাপরায়ণ করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমি নিশ্চয় তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাইব, অতএব তোমরা আমার নিকট তাড়াহড়া করিও না।

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُولِي لُبٍّ فَلَا
تَسْتَعْجِلُونِ ۝

৩৯। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা (হে মুসলমানগণ!) সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে এই ওয়াদা কখন পূর্ণ হইবে?'

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

৪০। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা যদি সেই সময়কে জানিত যখন তাহারা আশুনকে না তাহাদের মুখমণ্ডল হইতে সরাইতে পারিবে এবং না তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে; এবং না তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে।

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُونُونَ عَنْ وُجُوهِهِم
النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يَصْخَرُونَ ۝

৪১। বরং উহা তাহাদের নিকট হঠাৎ আসিয়া পড়িবে এবং তাহাদিগকে হতভম্ব করিয়া দিবে তখন তাহারা উহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে না এবং তাহাদিগকে কোন অবকাশও দেওয়া হইবে না।

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رُكُوعًا
وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝

৪২। এবং তোমার পূর্বে যে সকল রসূল অতীত হইয়াছে তাহাদের সহিতও হাসি-বিদ্রুপ করা হইয়াছে, কিন্তু পরিণাম ইহাই হইয়াছিল যে, তাহাদের মখা হইতে যাহারা হাসি-বিদ্রুপ করিয়াছিল তাহাদিগকে সেই বিষয়ই আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল যাহা নাইয়া তাহারা হাসি-বিদ্রুপ করিত।

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَخَافَ بِاللَّيْلِ
بَنُو إِسْرَءِيلَ مِنْهُمْ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمُرْسَلِينَ ۝

৪৩। তুমি বল, 'রাশি ও দিবসে রহমান আল্লাহর (শাস্তি) হইতে কে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে?' বরং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সম্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

قُلْ مَنْ يَكْفُلُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ
بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ۝

৪৪। তাহাদের কি এমন মা'ব্দ আছে যাহারা তাহাদিগকে আমাদের মোকাবেলায় রক্ষা করিতে পারে? তাহারা নিজেদেরই কোন সাহায্য করিতে পারে না, এবং আমাদের মোকাবেলায় তাহাদিগকে কোন সঙ্গ-সাহচর্যও প্রদান করা হইবে না।

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَسْتَعِينُهُمْ دُونَنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ يَخْلُصُونَ ۝

৪৫। বস্তুতঃ আমরা তাহাদিগকে এবং তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে বহু (পার্থিব) ভোগ-সম্ভার দিয়াছিলাম, এমন কি তাহাদের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হইয়া গেল। সুতরাং তাহারা কি দেখে

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ عَمَّا عَلَيْهِمْ
الْعُمُرَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا

না যে, আমরা দুনিয়াকে উহার চতুর্দিক হইতে সংকীর্ণ করিয়া
অগ্রসর হইতেছি? তবুও কি তাহারা বিজয়ী হইবে?

৪৬। তুমি বল, 'আমি কেবল ওহী দ্বারা তোমাদিগকে সতর্ক
করিতেছি।' কিন্তু বধিরগণ হিন্তিত পারে না যখন তাহাদিগকে
সতর্ক করা হয়।

৪৭। এবং যদি তোমার প্রতিপালকের আযাবের কোন আপ্যট্টা
তাহাদিগকে স্পর্শ করে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা বলিবে,
'হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা নিশ্চয় যালেম ছিলাম।'

৪৮। এবং কেয়ামতের দিন আমরা নায়-বিচারের মান-দণ্ড
সংস্থাপন করিব, ফলে কাহারও প্রতি কোন যুলুম করা হইবে
না। এবং যদি এক সরিষা-বীজ পরিমাণও কোন কিছু
(কর্ম) থাকে আমরা উহা উপস্থিত করিয়া দিব। বস্তুতঃ হিসাব
গ্রহণে আমরাই যথেষ্ট।

৪৯। এবং মুসা ও হারুনকে আমরা ফুরকান (সত্য ও মিথ্যার
মধ্যে পার্থক্যকারী নিদর্শন) এবং আলো এবং উদ্দেশবানী
দিয়াছিলাম—মুডাকীগণের জন্য,

৫০। যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে অদৃশ্যও ভয় করে
এবং (হিসাব নিকাশের) নির্ধারিত সময় সম্বন্ধেও ভীত
থাকে।

৫১। এবং ইহা (কুরআন) এক পরম বরকতপূর্ণ
উপদেশবানী, যাহাকে আমরা নাযেল করিয়াছি। অতএব তোমরা
কি ইহার অস্বীকারকারী হইবে?

৫২। এবং নিশ্চয় আমরা ইতিপূর্বে ইব্রাহীমকে তাহার
সত্বিক পথ নির্ণয়ের যোগ্যতা প্রদান করিয়াছিলাম এবং আমরা
তাহার সম্বন্ধে সমাক পরিজ্ঞাত ছিলাম।

৫৩। যখন সে তাহার পিতা ও তাহার কওমকে বলিয়াছিল,
'এইসব প্রতিমা কি যাহাদের সম্মুখে তোমরা ধ্যান-মগ্ন
হইয়া বসিয়া থাক?'

৫৪। তাহারা বলিল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে
এইভাবে ইহাদের ইবাদত করিতে দেখিয়া আসিতেছি।'

৫৫। সে বলিল, 'তাহা হইলে তোমরা এবং তোমাদের
পিতৃপুরুষগণও প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত।'

مِنْ أَطْرَافِهَا أَنَّهُمُ الْغَالِبُونَ ۝

قُلْ إِنَّمَا أَنذَرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ
الدُّعَاءَ إِذَا مَا يَنْدُرُونَ ۝

وَلَكِنْ مَتَّسَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ
يُؤْتِيَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ لَا تَظْلُمُ
نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ
أَتَيْنَا بِهَا ۖ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ۝

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً
وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ۝

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ النَّاسِ
مُشْفِقُونَ ۝

وَهَٰذَا ذِكْرُ مُبْرِكِ اتِّزَانِهِ ۖ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا
بِهِ عَلِيمِينَ ۝

إِذْ قَالَ لِأَبْنَيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ الصَّمَائِدُ الَّتِي
أَنْتُمْ لَهَا عَاقِبُونَ ۝

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ۝

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

৫৬। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকটে (প্রকৃতই) সত্য নইয়া আসিয়াছ অথবা তুমি আমাদের সহিত হাসি-ঠাট্টা করিতেছ ?'

৫৭। সে বলিল, 'বরং আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর প্রতিপালকই তোমাদের প্রতিপালক যিনি এইগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি এই বিষয়ে তোমাদের সম্মুখে অপরাপর সাক্ষীদের মধ্যে অন্যতম;

৫৮। এবং আল্লাহর কসম, তোমাদের পিঠ ফিরাইয়া চানিয়া যাওয়ার পর আমি নিশ্চয় তোমাদের প্রতিমাগুলির বিরুদ্ধে অবশ্যই পরিকল্পনা গ্রহণ করিব।'

৫৯। অতঃপর সে ঐগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল, একমাত্র উহাদের প্রধানটি বাতীত, যেন তাহারা উহার নিকটে পুনরায় ফিরিয়া আসে।

৬০। তাহারা বলিল, 'আমাদের মা'বদদের সহিত এইরূপ কে করিল ? সে নিশ্চয় যালেমদের অন্তর্ভুক্ত।'

৬১। তাহারা (অন্য নোকেরা) বলিল 'আমরা এক যুবককে ইহাদের (সম্মুখে মন্দ) উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি যে ইব্রাহীম বলিয়া অভিহিত।'

৬২। তাহারা বলিল, 'তাহা হইলে তাহাকে সব নোকের চোখের সামনে আন যেন তাহারা (তাহার বিরুদ্ধে) সাক্ষা দিতে পারে।'

৬৩। তাহারা বলিল, 'হে ইব্রাহীম ! তুমিই কি আমাদের মা'বদগণের সহিত এইরূপ করিয়াছ ?'

৬৪। সে বলিল, 'অবশ্যই কেহ ইহা করিয়াছে। তাহাদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিমা এই তো। অতএব যদি তাহারা কথা বলিতে পারে তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর।'

৬৫। অতঃপর তাহারা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাইল এবং বলিল, 'আসলে যালেম তো তোমরাই।'

৬৬। তখন তাহাদের মস্তক লজ্জায় অবনত হইয়া পড়িল (এবং ইব্রাহীমকে বলিল,) 'তুমি তো জানই যে ইহারা কথা বলে না।'

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ۝

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۖ وَأَنَا عَلَىٰ ذِكْرٍ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝

وَتَاللَّهِ لَا كِبَدَ لَنَا أَنْ نَقُولَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ۝

نَحْنَعُمُ جُدَادُ الْإِكْبَادِ لَهُمْ لَعَلَّهُمُ الْيَبْرُسِيُّونَ ۝

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيْئَةِ أَنْتَ لِنَ الظَّالِمِينَ ۝

قَالُوا سَعَيْنَا فَمَنْ يَمْلِكُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ۝

قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۝

قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْئَةِ يَا إِبْرَاهِيمُ ۝

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ الْكِبَرُ الْمُرْهَدُ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ۝

فَرَجَعُوا إِلَى الْأَعْيُنِ فَقَالُوا لَكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ۝

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَلَىٰ دُورِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ۝

৬৭। সে বলিল, 'তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন বস্তুর ইবাদত কর, যাহা তোমাদের না কোন কল্যাণ করিতে পারে এবং না কোন অকল্যাণ করিতে পারে ?

৬৮। হিক, 'তোমাদের জন্য এবং তাহাদের জন্যও যাহাদের তোমরা ইবাদত কর আল্লাহকে ছাড়িয়া। তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি ছাড়াইবে না ?'

৬৯। তাহারা বলিল, 'তোমরা তাহাকে আগুন পোড়াইয়া ফেল এবং নিভেদের মা'বদদের সাহায্য কর যদি তোমরা অবশ্যই কিছু করিতে চাহ।'

৭০। আমরা বলিলাম, 'হে আগুন ! ইব্রাহীমের জন্য শীতল হও এবং নিরাপত্তার কারণ হও।'

৭১। এবং তাহারা তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহাদিগকেই ক্ষতিগ্রস্ত করিলাম।

৭২। এবং আমরা তাহাকে এবং লুতকে উদ্ধার করিয়াছিলাম সেই দেশে যেখানে আমরা বিশ্বাসীর জন্য বরকত রাখিয়াছিলাম।

৭৩। এবং আমরা তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাককে এবং পৌত্ররূপে ইয়া'কুবকে এবং আমরা তাহাদের সকলকেই সৎকর্মশীল করিয়াছিলাম।

৭৪। এবং আমরা তাহাদিগকে ইমাম মনোনীত করিয়াছিলাম, তাহারা আমাদের আদেশানুযায়ী (লোকদিগকে) হেদায়াত দিত; এবং আমরা তাহাদের প্রতি নেক কাজ করিতে এবং নামায কায়েম করিতে এবং যাকাত দিতে ওহী করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাহারা সকলেই আমাদের ইবাদতকারী বান্দা ছিল।

৭৫। এবং লুতকে আমরা হিকমত ও জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। এবং তাহাকে সেই জনপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম যাহারা জঘনা কাজ করিত। নিশ্চয় তাহারা অতিশয় মন্দ এবং দুষ্কৃতকারী ছিল।

৭৬। এবং আমরা তাহাকে আমাদের রহমতের মধ্যে রাখিল করিলাম; নিশ্চয় সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

قَالَ اتَّعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۝

أَمْ لَكُمْ وَلَئِنَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

قَالُوا خَرَفُوهُ وَأَنْصَرُوا إِلَهُهُم إِنَّكُم مِّنَ الْفٰلِغِينَ ۝

قُلْنَا إِنَّا لَمُؤْتِي بَرْدًا وَلَمَّا عَلَىٰ إِبْرٰهِيْمَ ۝

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاٰخِسِيْنَ ۝

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ۝

وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ۝

وَجَعَلْنٰهُمْ اٰيَةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا ۚ وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فَعْلَ الْغَيْبِ وَرَاقَمَ الصُّلُوْقَ وَاٰتَيْنَا الزُّكُوْةَ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۝

وَلُوطًا اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَانَتْ تَعْمَلُ الْغَيْبِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا سُوْٓءَ فُرُوْقِيْنَ ۝

وَرٰدَخْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৭৭। এবং (স্মরণ কর) নহকে, যখন সে ইতিপূর্বে (আমাদিগকে) ডাকিয়াছিল এবং আমরা তাহার দোয়া ওনিয়াছিলাম এবং তাহাকে ও তাহার পরিজনকে এক পরম উৎকণ্ঠা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম,

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝

৭৮। এবং আমরা তাহাকে সেই কওমের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলাম যাহারা আমাদের নির্দশনসমূহকে মিথ্যা বনিয়া অস্বীকার করিয়াছিল, নিশ্চয় তাহার নিকটে কওম ছিল; ফলে আমরা তাহাদের সকলকেই নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

وَنَصْرُنَا مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

৭৯। এবং দাউদকেও এবং সুলায়মানকেও (স্মরণ কর) যখন তাহার উড়য়ে এক শয়াক্রেত্রের খগড়া সম্বন্ধে ফয়সালা করিতেছিল সেই সময় যখন এক কওমের ছাগ-পাল রাত্রিকালে উহা খাইয়া ফেলিয়াছিল এবং আমরা তাহাদের ফয়সালা সাফী হিলাম।

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْتَلِسُ فِي الْحَرْتِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

৮০। আমরা সুলায়মানকে বিষয়টি বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাদের প্রত্যেককে শাসন-ক্ষমতা ও জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। এবং আমরা পর্বতমালা এবং পক্ষীকুলকেও দাউদের সঙ্গে সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলাম, তাহারা সকলেই (আল্লাহর) তসবীহ করিত। আমরা সব কিছু করিতে ক্ষমতাবান।

فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا إِنَّا جَعَلْنَا خِزْيًا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

৮১। এবং আমরা তাহাকে তোমাদের জন্য বিশেষ একপ্রকার পোশাক (বর্ম) প্রস্তুত করার শিল্প-কলা শিক্ষা দিয়াছিলাম যেন উহা তোমাদিগকে তোমাদের পরস্পরের যুদ্ধের আঘাত হইতে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হইবে?

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكَ لَمَّا لَمْ تَمْسُكْ مِنْ بَنَاتِكَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

৮২। এবং আমরা প্রচণ্ড বায়ুকেও সুলায়মানের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়াছিলাম যাহা তাহার আদেশে সেই দেশের দিকে প্রবাহিত হইত যাহাতে আমরা বরকত রাখিয়াছিলাম। এবং আমরা প্রত্যেক বিষয়ে সমাক পরিজ্ঞাত।

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

৮৩। এবং কতক বিদ্রোহপরায়ণ লোক এমন ছিল যাহারা তাহার জন্য ডুবুরী কাজ করিত এবং ইহা ছাড়া তাহারা অন্যান্য কাজও করিত এবং আমরাই তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী হিলাম।

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَن يَفْضَحُونَ لَهُ وَيَعْلَمُونَ عَمَّا دُونِ ذَلِكَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

৮৪। এবং আইউবকেও (স্মরণ কর), যখন সে তাহার প্রভুকে ডাকিয়া বলিল, 'অবশ্যই দুঃখ-ক্লেশ আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, তুমি রহমকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রহমকারী।'

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۚ إِنَِّّي سَعَىٰ الْفَرَّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

৮৫। সূতরাং আমরা তাহার দোয়া তুলিলাম এবং তাহার সে দুঃখ-ক্লেশ ছিল, উহা আমরা দূরীভূত করিয়া দিলাম এবং আমরা তাহাকে তাহার পরিবার-পরিজন প্রদান করিলাম এবং আমাদের তরফ হইতে রহমতস্বরূপ তাহাদের সঙ্গে তাহাদের অনুরূপ আরও প্রদান করিলাম; এবং এই ঘটনাকে (আমরা) ইবাদতকারীদের জন্য নসিহতের কারণ করিলাম।

فَأَسْمَيْنَا لَهُ فَكْسَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ
وَمَثَلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ وَعْدِنَا وَذَكَرَهُ
لِلْعَالَمِينَ ۝

৮৬। এবং ইসমাইল, ইদরীস ও যুল-কিফলকেও (সম্মরণ কর)। তাহারা সকলেই ধৈর্যশীল ছিল।

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ
الضَّالِّينَ ۝

৮৭। এবং আমরা তাহাদের সকলকে আমাদের রহমতে প্রবিষ্ট করিয়াছিলাম, নিশ্চয় তাহারা সকলেই সৎকর্মশীল ছিল।

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

৮৮। এবং (সম্মরণ কর) যুন্-নুনকেও, যখন সে রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং ধারণা করিয়াছিল যে, আমরা তাহাকে কখনও পাকড়াও করিব না, অতঃপর সে (বিপদাবলীর) অন্ধকাররাশির মধ্য হইতে (আমাদিগকে) ডাক দিল, 'তুমি বাতীত কোন মা'বদ নাই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।'।

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاطِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ
عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

৮৯। সূতরাং আমরা তাহার দোয়া তুলিলাম এবং তাহাকে দুঃখ-কষ্ট হইতে নাজাত দিলাম, এবং এইভাবে আমরা মো'মেনগণকে উদ্ধার করিয়া থাকি।

فَأَسْمَيْنَا لَهُ وَرَحْمَتُنَا مِنَ الْعِزِّ وَكَذَلِكَ
نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ۝

৯০। এবং যাকারিয়াকেও (সম্মরণ কর), যখন সে তাহার প্রভুকে ডাকিয়াছিল (এবং বলিয়াছিল), "হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে একা ছাড়িয়া দিও না এবং তুমিই উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।"

وَذَكَرْنَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا
وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝

৯১। তখন আমরা তাহার দোয়া তুলিলাম, এবং আমরা তাহাকে ইয়াহুইয়া দান করিলাম এবং তাহার জন্য তাহার স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়া দিলাম। নিশ্চয় তাহারা সৎকর্মে পরস্পর তৎপরতা অবলম্বন করিত এবং তাহারা আমাদিগকে আশা ও ভয়ের সহিত ডাকিত এবং আমাদের সান্নিধ্যে বিনয়ী ছিল।

فَأَسْمَيْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ نَحْنُ وَآصَلَحْنَا لَهُ
زَوْجَةً إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْوَغُونَ فِي الْحَيَاتِ وَ
يَدْعُونَنَا رَحَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا آتِنَا خُشُوعِينَ ۝

৯২। এবং সেই মহিলাকেও (সম্মরণ কর), যে তাহার সতীত্বের হিফায়ত করিয়াছিল, সূতরাং আমরা তাহার মধ্যে আমাদের রূহ (আদেশ) হইতে কিছু ফুৎকার করিলাম, এবং আমরা

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَعْنَا بِهَا يُحْيَىٰ وَزَوْجَهَا
وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝

তাহাকে ও তাহার পুত্রকে বিশ্বাসীর জন্য এক নিদর্শন করিলাম ।

১৩ । নিশ্চয় তোমাদের এই উম্মত এক-ই উম্মত এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর ।

৬
(১৮)
৬

১৪ । এবং তাহারা তাহাদের মধ্যে নিজদের (দীনের) বিষয়কে ঠুকরা ঠুকরা করিয়া ফেলিল, তাহাদের প্রত্যেককেই আমাদের দিকে ফিরাইয়া আনা হইবে ।

১৫ । অতএব যে ব্যক্তি মো'মেন হওয়া অবস্থায় সৎকর্ম করিবে তাহার কর্ম-প্রচেষ্টা রদ করা হইবে না এবং নিশ্চয় আমরা উহা লিখিয়া রাখি ।

১৬ । এবং প্রত্যেক জনপদের জন্য, যাহাকে আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, ইহা অনাঘনীয় বিধান করা হইয়াছে যে, উহার অধিবাসীগণ পুনরায় কখনও ফিরাইয়া আসিবে না ।

১৭ । এমন কি যখন ইয়া'জ্জ ও মা'জ্জকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা প্রত্যেক উচ্চভূমি (ও সামুদ্রিক তরঙ্গমালার উপর) হইতে ছুটিয়া আসিবে ।

১৮ । এবং যখন (আল্লাহর) সত্য ওয়াদা (পূর্ণ হওয়ার সময়) সন্নিহিত হইবে, তখন দেখ! সহস্রা কাকেরদের চক্ষু ডয়ে বিস্ফারিত হইয়া যাইবে, (এবং তাহারা বলিবে) 'আমাদের জন্য পরিতাপ! নিশ্চয় আমরা এই (দিন) সম্বন্ধে গাফেল ছিলাম বরং আমরা যালেম ছিলাম ।'

১৯ । (তখন বলা হইবে) 'নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ বাতীত তোমরা যাহার ইবাদত করিতে তাহারা সকলেই জাহান্নামের ইজান হইবে, তোমরা সকলেই উহাতে প্রবেশ করিবে ।'

১০০ । যদি এইগুলি মা'বুদ হইত, তাহা হইলে তাহারা উহাতে প্রবেশ করিত না; এবং তাহারা সকলেই উহাতে দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকিবে ।

১০১ । তখন তাহারা দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকিবে এবং উহাতে (সান্ত্বনার) কোন কথা তাহারা শুনিতে পাইবে না ।

১০২ । নিশ্চয় যাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব হইতে আমাদের পক্ষ হইতে কল্যাণ অবধারিত করা হইয়াছে তাহাদিগকে উহা হইতে দূরে রাখা হইবে ;

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُونِ ①

فَيَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَهَةٍ لَهُمْ ②

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الظَّالِمَاتِ لَهُ مَأْوَاهُ فَلَا
تُفْرَقُ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَنُزُودٌ ③

وَحَرَامٌ عَلَى قَوْمٍ أَنْ هَلَكَ لَهَا أَنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ④

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ
حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ⑤

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ إِذْ أَخَذَ الشَّيْطَانُ ابْنَةَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُوَلِّيَانَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا
بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ⑥

إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ
أَنْتُمْ لَهَا وَبَدُونَ ⑦

لَوْ كَانَ هَؤُلَاءَ إِلَهًا مَا وَرَدُوا هَؤُلَاءَ وَلَوْ فِيهَا
خَالِدُونَ ⑧

لَهُمْ فِيهَا زُفُورٌ وَلَهُمْ فِيهَا لَا يَسْتَفْزُونَ ⑨

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ
عَنْهَا مُبَعَدُونَ ⑩

১০৩। তাহারা উহার সামান্যতম শব্দও শুনিবে না, এবং তাহারা সেই অবস্থায় চিরকাল থাকিবে যাহা তাহাদের অন্তর কামনা করিবে।

১০৪। মহা আতঙ্ক ও তাহাদিগকে চিত্তিত করিবে না এবং ফিরিশ্তাগণ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে এই বলিয়া 'ইহাই তোমাদের সেই দিন যাহার ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হইত।

১০৫। যেদিন আমরা আকাশকে গুটাইয়া লইব বই-খাতাদির লিখিত বস্তুকে গুটাইয়া লওয়ার ন্যায়।' যেরূপে আমরা প্রথমবার সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছিলাম তদ্রূপই আমরা উহা পুনরায় করিব; ইহা এমন এক ওয়াদা যাহা পূর্ণ করার দায়িত্ব আমাদের উপর নাস্ত রহিয়াছে, আমরা ইহা অবশ্যই করিব।

১০৬। এবং (ইতিপূর্বে) আমরা যাবূর উপদেশবানীর পর ইহা লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার নেক বান্দাগণ এই (পবিত্র) ভূমির উত্তরাধিকারী হইবে।

১০৭। নিশ্চয় ইহার মধ্যে ইবাদতকারী কওমের জন্য এক পয়গাম রহিয়াছে।

১০৮। এবং আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপই প্রেরণ করিয়াছি।

১০৯। তুমি বল, 'আমার প্রতি কেবল ইহাই ওহী করা হয় যে, তোমাদের মা'বুদ এক-ই মা'বুদ। অতএব তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হইবে?'

১১০। অতএব যদি তাহারা পিঠ ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে তুমি বল, 'আমি তোমাদিগকে সকল দিক দিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছি, এবং আমি জানি না যে বিষয়ে তোমাদিগকে ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে উহা নিকটে না দূরে;

১১১। নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক প্রকাশ্য কথাও জানেন এবং তাহাও জানেন যাহা তোমরা গোপন কর;

১১২। এবং আমি জানি না, উহা হয়তো তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং কিছুকাল পর্যন্ত সুখ-ভোগের কারণ হইতে পারে।'

১১৩। সে (এই রসূল) বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি সঠিকভাবে যৌমাসা কর। বস্তুতঃ আমাদের প্রতিপালক রহমান আঞ্জাহ, যাঁহার নিকট সাহায্য চাওয়া হয় উহার বিরুদ্ধে যাহা তোমরা বর্ণনা কর।'

لَا يَسْمَعُونَ حَسِينَهَا وَهُمْ فِي مَا اسْتَهْت
أَنفُسُهُمْ غُلْدُونَ ﴿١٠٣﴾

لَا يَخْرُجُهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ وَتَقْلُمُ النَّكْبَةُ
هَذَا يَوْمَكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٤﴾

يَوْمَ تَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِ لِنُكَيْبٍ كَمَا
بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ تُبْدِيهِ وَوَعَدْنَا آدَمَ أَنْ لَا
نُؤْتِيَهُ فُلِينَ ﴿١٠٥﴾

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ
أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٦﴾
إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿١٠٧﴾
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾

قُلْ إِنَّمَا يُدْعَى إِلَى اللَّهِ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٩﴾

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرَى
أَقْرَبُ أَمْرِ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١١٠﴾

لَئِنْ يَكْفُرُ الْجَهَنَّمُ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمَ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١١﴾
وَإِنْ أَدْرَى لَعَلَّكَ فِتْنَةٌ لَّكَ وَمَتَاعٌ إِلَى
جُنُبٍ ﴿١١٢﴾

قُلْ رَبِّ اذْكُرْ بِالنِّعَةِ وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ لِّلنَّاسِ
بِئْسَ عَلَىٰ مَا تُصِفُونَ ﴿١١٣﴾